নিবন্ধ

ঢাকের বাদ্যি

** সুজাতা মিত্র*

আলো ঝলমল। সুসজ্জিত মণ্ডপ। মণ্ডপের অন্দরে মা দুর্গা বিরাজমান। সন্তানসন্ততি নিয়ে পিত্রালয়ে এসেছেন কয়েকদিনের জন্য। কন্যার আগমন বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে ঢাকের বাদ্যির কোনও বিকল্প নেই। ঢাকের কাঠির তালে তালে তাই জমে ওঠে পুজো।

ঐতিহ্য প্রাচীন ঢাকের বাদ্যি যুগ পরিবর্তনে পেশাদারিত্বের রূপ পায়নি। আজও ঘরানা পরম্পরাসমৃদ্ধ এই সংস্কৃতির বিকাশ অধিকাংশ সময়ে পরিবার-কেন্দ্রিক। গুরুশিষ্যের এই ধারা পরিবারের চৌহদ্দি পেরিয়ে খব কমসময়েই সংস্কৃতির বিবর্তন হয়েছে। দুর্গাপুজোর আদি সময় থেকে ঢাকিদের কদর। ঢাকিরা ডাক পেতেন বিত্তশালীদের পুজোতেও। গ্রাম বাংলার উন্মুক্ত পরিবেশ থেকে শহরে পা রাখা সার্বজনীনের হাত ধরে। তাও সেখানে পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে আসা। বাবা ঢাকের কাঠিতে আর সঙ্গে ছেলে ঘন্টা সঙ্গতে - এ দৃশ্যই সর্বত্র বিরাজমান। বংশ পরম্পরা নির্ভর এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সার্বজনীনরাও এই ঐতিহ্যই বজায় রেখেছিলেন। শুধুমাত্র বয়সজনিত কারণে অসমর্থ হলেই বাবার স্থান পেতো পরবর্তী প্রজন্ম।

কিন্তু, কেবলমাত্র পুজোয় ঢাক বাজিয়ে সারা বছরের উপার্জন হয় না। অথচ, এরা সবাই শিল্পী। তাই পুজোয় অতিপ্রয়োজনীয়, ঢাকিদের সারা বছরের নির্ভরতা সেই কৃষিকাজ, কিংবা অন্য কোনও ছোটখাটো কাজ করে শিল্পীদের অন্নের যোগান।

নিয়তির কি পরিহাস! গায়ে শিল্পীর তকমা, অথচ, কোথায় সেই কদর আর কোথায় বা শিল্পচর্চার পরিবেশ। অর্থাভাবে এই পেশায় বিমুখ পরবর্তী প্রজন্ম। তবু হাল ছাড়েনি ঢাকিরা। পুজোর সময়, বিশেষত, দুর্গাপুজোর কয়েকদিন বাদ দিয়ে নিরলসভাবে একাত্ম হয়েছে ঢাকের সাধনায়।

কাঠির তালে ঢাক বাজছে। সাদা চোখে কাজটা যতো সোজা মনে হয়, বাস্তবে অতটা সহজ নয়। ঢাকের বাদ্যিতেও আছে তাল-ছন্দ। যথেষ্ট পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেই তালছন্দের মিলনের অধ্যাবসায় করতে হয়।

পিতা-পুত্র, গুরু-শিষ্য পরম্পরায় নতুন সংযোজন মহিলা ঢাকি। এতদিনের চেনা দৃশ্যে ছেদ। মেয়েদের হাতে ঢাকের কাঠি? সমালোচনা, বিরূপ মন্তব্য, বাধা কোনও কিছুই দমাতে পারেনি বিরঙ্গনার এই উদ্যোমকে। জন্ম হয়েছে মহিলা ঢাকি দলের। প্রকাশ ও স্বীকৃতিলাভ মহিলা ঢাকিদের। বাংলার বহুগ্রামের এই মহিলা ঢাকিদল শহরের রাজপথে, পাড়ার পুজোমণ্ডপে। সর্বজনীনে এ এক অন্য আকর্ষণ। বঙ্গললনার এই গৌরব ও খ্যাতির প্রসার সুদূর বিদেশে। পুরুষ ঢাকিদের মতো ঢাক নিয়ে পাড়ি দিচ্ছেন বিদেশেও।

ঐতিহ্য প্রাচীন ঢাক শিল্পের এই প্রসার ও নবরূপ সংস্কৃতির অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার এক অদম্য প্রয়াস। ঢাকের বাদ্যিকে অস্তিত্বের সংকট থেকে বাঁচাতে অভিনব এক প্রয়াস পথে পথে ঢাক বাজিয়ে পণ্যের বিপণন। মানবসভ্যতার প্রথমধাপে পণ্য বিপণনে এ ধরণের কৌশলই অবলম্বন করা হতো। ঘুরে ফিরে এসেছে সেই পন্থা। পুজোর সময় কিংবা অন্য সময়ে এই পণ্য বিপণনের তাগিদে ঢাকিদের কদর যায় বেড়ে। আচমকতাই বেমরশুমে সংস্থান হয় কিছু অর্থের। ঢাকিদের অন্য রূপ অবশ্য আজ প্রচারে। 'স্বচ্ছ ভারত', 'পড়ে ভারত বাড়ে ভারত' কিংবা দক্ষতা উন্নয়নের মতো কেন্দ্রীয় কর্মসূচির প্রচারে আজ ঢাকিরা সক্রিয় অংশ নিচ্ছেন। গ্রামেগঞ্জে, এমনকি খাস কলকাতার রাজপথেও ঢাকিরা এইসব কর্মসূচির প্রচারে নিয়ত।

কিন্তু, ওয়াইফাই যুগে, এই শিল্পকেও দলে পিষে একাকার করার প্রচেষ্টারও খামতি নেই। প্রকাশ হচ্ছে, ঢাকের সিডি। পাড়ায় মাইকে মহালয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের বাদ্যিরও সিডি। এমনকি, পুজোয় বিক্রিবাটা বাড়াতে ক্রেতা আকর্ষণ করতে দোকানিদের বিপণনী কৌশল ঢাকের সিডি। শিল্পকে ধ্বংস করার নিঃশব্দ পদচারণা।

তবে কি সত্যিই ঢাক শিল্প নীরবে নিভৃতে অবলুপ্তির পথে। আধুনিক কম্পিউটার নির্ভর প্রজন্মের কাছে হয়তো একদিন ঢাকের বাদ্যি হবে কেবল ইতিহাস। এর যথার্থ উত্তরদাতা 'সময়'। সেই সুদূর পথে এখনও অনেক পথচলা বাকি। কারণ, এখনও যে ঢাকিদের কদর মণ্ডপে মণ্ডপে, আর ঢাকের নবরূপ-মহিলা ঢাকি, বিপণনের সঙ্গী।

**** লেখিকা : পি.আই.বি. কলকাতার আধিকারিক***